

নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ৭১ ও ফেনমেনার মনোগত মূল্যায়ন ।

শিরনামে উল্লেখিত প্রথম বিষয়টির উপর মুক্তমনা ওয়েব সাইটে একটি বিতর্ক হয়ে গেল । বিতর্কে জড়িতরা বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ, অর্থ্যাৎ প্রেক্ষাপট ও কারণ অনুসন্ধান আত্মনিয়জিত না হয়ে কতজন বাঙ্গালী বা কতজন বিহারীকে হত্যা করা হলো, সেই বিষয় তর্কে জড়িত হয়ে নিজ জ্ঞান ও গরিমা প্রকাশের জন্য পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করলেন, ফলে বিতর্কটি সুষ্ঠু ভাবে অগ্রসর হোতে ব্যর্থ হলো ।

অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনে করেন মানব জ্ঞানের সকল শাখায়ই তাদের অসীম জ্ঞান । তাই কেউ প্রোটিন কেমিস্ট্রি বা অন্য কোন শাখায় উচ্চ ডিগ্রী নিয়েই মনে করেন নিজ জ্ঞানের শাখা ছাড়াও জ্ঞানের অন্য শাখা যথাঃ- সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ নীতি বা অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় তারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গেছেন । তাই ৭১ সংক্রান্ত ইতিহাস বা সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি অথবা রাজনীতি বিষয় তাদের মন্তব্যের উপর **সমালোচনার উত্তরে যথোপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে** বিষয়বস্তু ছেড়ে কাদা ছোড়াছুড়ি, ব্যক্তিগত কুৎসা আরম্ভ বা nom de plume অথবা লিঙ্গ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন । ফলে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না ।

রক্ত ক্ষয় মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়ম । সন্তান জন্ম দিতে হলে মাকে কষ্ট করতে হয় । সন্তান ভূমিষ্ঠের সময় সন্তানের সাথে মায়ের জরায়ু থেকে যেমন অপয়োজনীয় কিছু পদার্থ বের হয়, যা সন্তান ভূমিষ্ঠের সহায়ক উপাদান । তেমনি সমাজ বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধে অপয়োজনীয় কিছু হত্যা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে । সংশ্লিষ্ট সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তা রোধ করা সম্ভব হয়ে উঠে না । এই ভাবেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় কিছু নিরীহ বিহারী গণহত্যার শিকার হয়েছেন । রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রগতিশীল একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে ডঃ তাজ হাশমীর উচিত ছিল জাতিসত্ত্বার উর্ধ্বে উঠে নিরীহ বিহারী গণহত্যার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা, যা করতে ব্যর্থ হয়ে, তিনি স্রোতে গা ভাসিয়েছেন ।

পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর দ্বিজাতি তত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির জন্য বাঙ্গালীরা হাতে অস্ত্র নিয়েছিল । বাঙ্গালীদের এই সশস্ত্র সংগ্রামে রাজাকারসহ তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ বিহারীরা পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছিল । পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলানো ছাড়া বিহারীদের আর কোন উপায়ও ছিল না, কারণ দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্যই তাদেরকে নিজ বাসভূমি বিহার ছাড়ে পাকিস্তানে আসতে হয়েছিল । এখন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে তারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হন । তাই তারা পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা করেছেন । পাঞ্জাবীদের সাথে হাত মিলানোর কারনেই বিহারীরা বাঙ্গালীর শত্রুতে পরিণত হয় । যুদ্ধক্ষেত্রে কে নিরীহ আর কে নিরীহ নয়, তা বিবেচনা করার সময় থাকে না । শত্রুকে হত্যা করাই যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম, মানবতা সেখানে অব্যাহত । বিহারীরা আজ পশ্চিম পাকিস্তানেও মার খাচ্ছে । **তাই বিহারী ট্রাজেডির জন্য কেউকে দায়ী করতে হলে, তা দ্বিজাতি তত্ত্বকেই দায়ী করতে হয় ।**

আত্মনিষ্ঠবাদি মুক্তমনাদাবীদের দৃষ্ট ।

স্ব ঘোষিত বিখ্যাত পণ্ডিত, nom de plume ও লিঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কারক এবং জীবনানন্দ দাসের কবিতার ইংরাজী অনুবাদক (দুই লোকদের মতে ব্যর্থ অনুবাদক) প্রোটিন কেমিস্ট্রির রিসার্চ কেমিস্ট ডঃ এ এইচ জাফর উল্লাহর মতো উচ্চ মর্গের ব্যক্তিত্ব অখ্যাত কোন এক শামীমুল হকের কথিত বাকসর্বস্ব বক্তৃতার সমালোচনা করে শামীম সাহেবকে ধন্য করেছেন । শামীম সাহেবের উচিত তাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া । শামীম সাহেব যদি ধন্যবাদ না দিয়ে থাকেন, তবে তার পক্ষ থেকে আমি ডঃ জাফর উল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে সবিনয় নিবেদন করছি, অখ্যাত শামীমের কথিত বাকসর্বস্ব বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের, যাদেরকে ডঃ জাফর অর্ডিনারী মানুষ হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন, অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে । কথিত এই অর্ডিনারী মানুষেরা ধর্মপ্রান, কিন্তু ইসলামিস্ট নয়, যার প্রমান ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি । সাধারণ মুসলমানেরা মোহাম্মদ ও কোরানের সমালোচনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে । আবার জামাত, শায়েখ আবদুর রহমান ও বাংলা ভায়ের প্রচারিত ইসলামকেও তারা সমভাবে প্রত্যাখান করে । এরা ধর্ম নিয়ে বারাবারি পছন্দ করে না । কথিত এই অর্ডিনারী মানুষেরা ধর্ম নিরপেক্ষতায় অবিচল ।

ধর্ম নিরপেক্ষ অর্ডিনারী এই মানুষেরা আত্মনিষ্ঠবাদি মুক্তমনাদাবীদের ডঃ জাফর উল্লাহর মতো মানুষদের উগ্র ধর্ম বিরোধী বক্তব্যকেও ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে । সাউদী আরব ও বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম এক হলেও সামাজিক সংশ্রয় (Social System) এক নয় । বিভিন্ন দেশ ও সমাজের সামাজিক সংশ্রয় এক নয় বিধায় সামাজিক আন্দোলনও এক নয় । বিষয়ীকেন্দ্রিক মূল্যায়নের কারণে মৌলবাদীদের মতো ডঃ জাফরও বিষয়গুলি এক করে ফেলেন । মুক্তমনাদাবীদের এই আত্মনিষ্ঠবাদিরা মৌলবাদি মুদ্রার বিপরীত পিঠ । ধর্ম নিরপেক্ষ অখ্যাত শামীম আলোচ্য এই বক্তব্যটি দেয়ার চেষ্টা করেছেন । নিজ মন্তব্যের সমালোচনা গ্রহণে ব্যর্থ ডঃ জাফর তাই ক্ষিপ্ত হয়েছেন ।

সকল ধর্মই মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট । মানুষ কেন ধর্ম সৃষ্টি করলো বা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং এখনো তা কম বেশি অনুসরণ করে চলছে তা মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা মুক্তমনার কাজ ? ধর্মের কুৎসা প্রচার মুক্তমনার কাজ নয় । বস্তু বা ফেনমেনাকে রসায়নবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠভাবে (Objectively) মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে থাকে । কিন্তু সামাজিক ফেনমেনা বা সামাজিক সংশ্রয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণে ব্যর্থ রিসার্চ কেমিস্ট ডঃ জাফর উল্লাহ বিষয়গুলি মূল্যায়ন করেন আত্মগতভাবে (Subjectively), ফলে তার মূল্যায়নে ও বিশ্লেষণের মধ্যে মৌলবাদীদের মতো বার বার ধর্ম ঢুকে পড়ে । তাই তার কাছে সবিনয় অনুরোধ ডিগ্রী ও জ্ঞানের দান্তিকতা এবং nom de plume বা লিঙ্গ তত্ত্ব পরিত্যাগ করে সামাজিক ফেনমেনা সমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করুন ।

সেতারা হাশেম

০৪/০৩/০৬